নারীর এগিয়ে চলার পথের প্রতিবন্ধকতা

তানিয়া কামরুন নাহার

সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে নারী। ঘরের গণ্ডি পেরিয়ে তারা আজ বহির্মুখী হচ্ছে। শিক্ষাদীক্ষায়, কর্মক্ষেত্রে সর্বত্রই আজ নারীর জয়জয়কার। মেধা ও যোগ্যতা দিয়েই সাফল্যের সাথে পুরুষের পাশে তারা জায়গা করে নিচ্ছে। নারীরা এখন আগের চেয়ে বেশি অধিকার সচেতন। লৈঙ্গিক বৈষম্য দূর করে নিজেরাই নিজেদের ক্ষমতায়িত করছে নারী। তারা ক্রমশ স্বাবলম্বী হয়ে উঠছে। ফলে পারিবারিক, শারীরিক, যৌন যেকোনো ধরনের নির্যাতনেই ভয়ে-লজ্জায় এখন আর তারা কুঁকড়ে থাকে না। আজ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করছে নারী। কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক ও ধর্মান্ধ সমাজ কেন নারীর এই এগিয়ে যাওয়াকে এত সহজে মেনে নেবে? তাই যেভাবেই হোক তার কণ্ঠরোধ করার নিত্যনতুন ফন্দিফিকির আপডেট করে নিচ্ছে। বদলে যাচ্ছে নারীর প্রতি সহিংসতার ধরন।

নিউমার্কেট, চাঁদনী চকে ঈদ শপিং-এর গা গিজগিজে ভিড়ে মানুষের মাঝে মিশে থাকে পকেটমার। থাকে ইভটিজাররাও। অহেতুক এলোমেলো ভিড়ের মধ্যে তাদের চলাচল শুধু নারীদের গা স্পর্শ করে বিকৃত আনন্দ পাবার জন্য। মায়ের বয়সী নারী থেকে শুরু করে ভিড়ের মধ্যে চলতে অনভ্যস্ত, ভীরু, লাজুক শিশু ও টিনেজ মেয়েরাও এদের টার্গেট থেকে রক্ষা পায় না। এসব ইভটিজার বৈশাখী মেলায়, পূজায়, যেকোনো আনন্দ উৎসবে, বাসের ভিড়ে সব সময়ই ছিল। কেউ কখনো তাদের কাজের প্রতিবাদ করে নি কিংবা বলা যায় প্রতিবাদ করা যায় নি। আর এরই ধারাবাহিকতায় ঘটে গিয়েছে এ বছর পহেলা বৈশাখে যৌন সন্ত্রাস, যা সাম্প্রতিক সময়ের একটি আলোচিত ঘটনা। অথচ কোনো অপরাধী এখন পর্যন্ত গ্রেফতার তো হয়ই নি, এমনকি চিহ্নিতও করা হয় নি। আর এদিকে ধীরে ধীরে আমরা ঘটনাটি ভুলতে বসেছি।

পহেলা বৈশাখের যৌন সন্ত্রাসের ন্যাক্কারজনক ঘটনাটির পর নারীর প্রতি সহিংস ও বিদ্বেষমূলক আচরণ আরো নতুন মাত্রা পেয়েছে। ইভটিজিং ও নির্যাতনের ধরনও নানাভাবে পালটে যাচ্ছে। নারীর প্রতি এখন আক্রমণ চলছে দলীয়ভাবে ও কুপরিকল্পিত উপায়ে। একজন নারীকে আক্রমণ করে কোনো অশালীন আচরণ করলে নারী যদি সে ঘটনার প্রতিবাদ করে, তবে আক্রমণকারীর পক্ষে সাফাই গাইবার লোকের এখন অভাব হয় না। যারা নীরব থাকে, তারা নারীর পক্ষে কথা বলে বা প্রতিবাদ করে কোনো ঝামেলায় জড়াতে চায় না। প্রতিবাদমুখর নারী তখন সবার কাছ থেকে উচ্ছৃঙ্খল, উগ্র, বেপরোয়া ইত্যাদি তকমা পেয়ে হয়ে পড়ে সকলের বিরাগভাজন। সকলের কাছে প্রশ্রয় পেয়ে আদরণীয় হয়ে যায় আক্রমণকারী এবং ওই নারীর প্রতি বিদ্বেষ বা আক্রমণমূলক আচরণ করা যে কতখানি যুক্তিযুক্ত ছিল, সেটাই হয়ে ওঠে আলোচনার মূল বিষয়বস্তু। সেই সাথে চলে নারীর প্রতি উপদেশ বর্ষণ : নারীকে হতে হবে মিষ্টভাষী, সে উচ্চস্বরে কথা বলতে পারবে না, যেমন-তেমন পোশাক পরে বাইরে বেরোতে পারবে না, ইত্যাদি।

নারীর প্রতি বিদ্বেষমূলক আচরণে আরো বেশি উৎসাহ ও উস্কানি দিয়ে থাকে ওয়াজ মাহফিলের হুজুর-মওলানারা। এতিমখানা/মাদ্রাসা/মসজিদের জন্য টাকা তুলতে গিয়েও সাধারণ মানুষদের কান পড়া দিতে থাকে ধর্ম ব্যবসায়ীরা : মেয়েদের ডাক্তারি/ইঞ্জিনিয়ারিং-এ যেন কেউ না পড়ায়, মেয়েদের বোরকা পরতে যেন বাধ্য করা হয়, ইত্যাদি। সেই সাথে বলা হয়, যেসব মেয়ের মাথায় কাপড় থাকবে না, তাদের কোনো কাজে সাহায্য করা যাবে না। বাসে তাদের দেখলে কেউ যেন আসন ছেড়ে না দেয়।

ঘৃণার প্রকাশ হিসেবে নারীকে উদ্দেশ্য করে যেখানে সেখানে থুথু ফেলা হয়। এমনকি কখনো কখনো কফ-কাশিসহই নারীর শরীর বা পোশাকে থুথু ফেলার ঘটনা ঘটে থাকে। এটি একটি নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু তা-ই নয়, যেসব নারী ঘরের বাইরে যান, তারা সবাই চরিত্রহীন, এমন দৃষ্টিতে নারীকে বিচার করা হয়। সাধারণ মানুষের মনে ধর্মের নামে খুব সূক্ষ্মভাবে জ্বালিয়ে দেয়া হচ্ছে নারীর প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষের মনোভাব। লৈঙ্গিক বৈষম্য দূর করে নারী ও পুরুষ পরস্পরের মাঝে যেখানে সুন্দর শ্রদ্ধাপূর্ণ বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থান তৈরি হবার কথা, সেখানে নারী আর পুরুষ যেন দিন দিন পরস্পরের শত্রু হয়ে উঠছে। পুরুষের হিংসাত্মক

আচরণ থেকে নিজেকে রক্ষা করতেই নারীকে সাহসী পদক্ষেপ নিতে হচ্ছে। নারী ও পুরুষের মধ্যে তৈরি হচ্ছে মনস্তাত্ত্বিক বিরোধ। বৈরী পরিস্থিতিতে চলতে গিয়ে নারীকে প্রতিনিয়ত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। নারীরা হয়ে পড়ছে দিনকে দিন একা।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অধিকার সচেতনতা নারীর চলার পথে যেন আজকাল এক প্রকার অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতীতের দিকে একটু পেছন ফিরে তাকাই চলুন। নারীর যেকোনো কাজে, যেকোনো বিপদে কিছুদিন আগেও সবাই সহযোগিতাপূর্ণ মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে আসত। কিন্তু এখন নারীর কাজে কেউ কোনো সাহায্য তো করতে চায়ই না, ন্যূনতম মানবিক সমবেদনাটুকুও অনুপস্থিত দেখা যায়। কারণ নারীরা এখন পুরুষের মতো সমঅধিকার চায়। তাই নারী অসুস্থ বা গর্ভবতী যা-ই থাকুক, তাকে কেউ সাহায্য করবে না, এ ব্যাপারে সমাজ যেন সংঘবদ্ধভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

একজন অধিকার সচেতন নারী অবশ্যই কারো করুণা চান না। কিন্তু সেই নারীকে মানুষের সম্মানটুকুও দেয়া হয় না। কারণ তাদের কাছে নারী শুধুই ভোগের বস্তু। তারা মনে করে, পুরুষের সমান অধিকার নারী চাইতে পারে না।

এবার একটু ভার্চুয়াল জগতের কথা ভাবা যাক। সম্প্রতি ভার্চুয়াল জগৎটাও নারীর জন্য আরেকটি বড়ো চ্যালেঞ্জ। সামাজিক যোগাযোগের সাইট, ব্লগ, ইমেইল সবখানেই নারীর জন্য প্রেম/যৌনতার প্রস্তাবের ছড়াছড়ি। আর এসব প্রস্তাবে রাজি না হলে বা নিরুত্তর থাকলে অশ্রাব্য গালাগালি, ধর্ষণ/প্রাণনাশের হুমকিও দেয়া হয়ে থাকে। অশ্লীল পর্নোছবি নারীর ইনবক্সে পাঠানো হয়। নারীর ব্যক্তিগত ছবি ব্যবহার করে হরদম ফেইক আইডি খোলা হয়। নারীর ছবি ফটোশপে এডিট করে অশ্লীল পেইজে চালানো হয় অপপ্রচার। এভাবেই অবদমিত যৌনবিকৃত মনের বিনোদন মেটে অনলাইনে নারীকে হেনস্থা করে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেই নারীকে প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হচ্ছে। দেশে তথ্যপ্রযুক্তি আইন একটি আছে বটে, কিন্তু তার প্রয়োগ ঘটে কেবল প্রধানমন্ত্রীকে কেউ কটূক্তি করলে। সাইবার অপরাধের ভুক্তভোগী হয়েও বিটিআরসিতে অভিযোগ করে কখনো সাধারণ কেউ কোনো সুবিচার পেয়েছে কি না, সে খবর কেউ জানে না।

নারীর প্রতি এত সহিংসতা, এত নিগ্রহ-নির্যাতন, ঘৃণা ও বিদ্বেষের উৎসের খোঁজ করলে প্রথমেই বলতে হয় পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কথা। এ সমাজব্যবস্থা আমাদের শেখায় যে পুরুষ শ্রেষ্ঠ, নারী দুর্বল ও অবলা। পুরুষের হুকুম পালন করাই নারীর প্রধান কাজ। যুগের পর যুগ ধরে লালন করা পুরুষতান্ত্রিক এই মানসিকতা দূর করা স্বাভাবিকভাবেই দীর্ঘমেয়াদি কঠিন কাজ। ধর্মান্ধতা, কুশিক্ষা, অজ্ঞানতার কারণে এ সমাজে নারীদের দেখা হয় ভ্রষ্টা, ছলনাময়ী ও ডাইনিরূপে। ফলে নারীর প্রতি হিংসাত্মক আচরণের মাধ্যমে ঘৃণার প্রকাশ বাড়ছে।

নারীর প্রতি সহিংসতা, নির্যাতন, ধর্ষণ ইত্যাদি অপরাধ করেও অপরাধীরা অবলীলায় পার পেয়ে যাচ্ছে বিচারহীনতার সংস্কৃতিতে। এর ফলে এ ধরনের অপরাধগুলো যে বাড়ছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। নারীর প্রতি সহিংসতা, যৌন সন্ত্রাস এক ধরনের বিনোদন হয়ে দাঁড়িয়েছে যৌনবিকৃত মানুষদের কাছে। এর কারণ হিসেবে বলা যায়, আমাদের রক্ষণশীল সমাজে পর্নোগ্রাফিক ভিডিও ও পত্রপত্রিকার অবাধ প্রাপ্তির কথা। এই পর্নোগ্রাফির কারণে আজ অপ্রাপ্তবয়স্করাও বেড়ে উঠছে ধর্ষকামী মন নিয়ে। এ সমাজ আজ যেন যৌন সন্ত্রাসী তৈরির কারখানা হয়ে গেছে।

এ নগর, এ দেশ নারীবান্ধব নয় বরং নারীবিদ্বেষী। প্রতিটি পদক্ষেপে এখানে নারীর জন্য কাঁটা বিছানো রয়েছে। তবু আমরা স্বপ্ন দেখি, একদিন এই দমবন্ধকর অসুস্থ অবস্থার বদল হবে। সেজন্য আমাদের নতুন করে ভাবতেও হবে। নারীর প্রতি সহিংসতারোধে, নারীবান্ধব নিরাপদ নগরীর জন্য দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরো উন্নত করতে হবে। নির্যাতনকারী/ধর্ষক/যৌন সন্ত্রাসী/সাইবার অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি যদি দেয়া যায়, তবে এসব অপরাধ অনেকাংশে কমে যাবে। তা ছাড়া, পর্নোগ্রাফিক ভিডিও ও পত্রপত্রিকার আদান-প্রদান ও ব্যবসায় নিষিদ্ধ করাও অত্যন্ত জরুরি।

ধর্মান্ধতা, কুশিক্ষা, পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা থেকে সাধারণ মানুষকে বের করে আনার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে। এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। তাই শিক্ষাক্ষেত্র থেকে গণমাধ্যম সব দিকেই নজর দিতে হবে। শিক্ষা কারিকুলামে জেন্ডার ইক্যুইটি প্রসঙ্গ থাকতে হবে, সাথে শিক্ষকদেরও এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিতে হবে। শৈশব থেকেই যেন শিশুরা মানবিক মূল্যবোধ নিয়ে বেড়ে ওঠে সে ব্যবস্থা নিতে হবে। এ ছাড়াও, জেন্ডার সমতা, নারীর অধিকার, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি সম্পর্কে সাধারণ জনগণকে সচেতন করতে গণমাধ্যমকে একটি বড়ো ভূমিকা পালন করতে হবে।

তানিয়া কামরুন নাহার লেখক। tanya.kamrun@yahoo.com